গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন বিভাগ
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

নং-২১.০০.০০০০.৫০৭.১৪.৩১.১৭-১২৯ তারিখঃ ২৮/০৬/২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ "উত্তরা লেক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৫.০০.০০০০.৩২.১৪.০৪০.১৫/১৭৪ তারিখঃ ০৭-০৬-২০১৮ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিষয়োক্ত প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ আরও ০১ (এক) বছর অর্থাৎ জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ এর পরিবর্তে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি অনাপত্তি জ্ঞাপন করছে।

২। আইএমইডি'র মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের উপর
<u>আইএমইডি'র মতামতসহ প্রতিবেদন (০৫ পৃষ্ঠা)</u>।

28/06/2018

(মশিউর রহমান)
উপ-পরিচালক
ফোন ঃ ৯১৮০৬০২

১। সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে</u> (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।
২। প্রকল্প পরিচালক, "উত্তরা লেক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।
৩। পরিচালক (সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর), আইএমইডি, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমইডি, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭, মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,আইএমইডি, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

সমন্বয় - ১	
সমন্বয় - ২	
সমন্বয় - ৩	
সমন্বয় - ৪	
কাউন্সিল অফিসার	
বিকল্প কাউন্সিল অফিসার	
সিনিয়র প্রোগ্রামার	
প্রোগ্রামার (সংযুক্ত)	
পি,এ	

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।
21/9/2018
মোঃ হাবি[illegible]
পরিচালক (সমন্বয়)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
সেক্টর-০৭
Website: www.imed.gov.bd

বিষয়ঃ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি'র মতামত।

১.০।	প্রকল্পের নাম	ঃ	"উত্তরা লেক উন্নয়ন প্রকল্প"	
২.০।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।	
৩.০।	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।	
৪.০।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	মোট	টাকা
	ক) মূল অনুমোদিত	ঃ	৩৭৩২.৯৭	৩৭৩২.৯৭
	খ) সর্বশেষ অনুমোদিত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ঃ	প্রযোজ্য নয়	
৫.০।	**বাস্তবায়নকাল**	ঃ	আরম্ভ	সমাপ্তি
	ক) মূল অনুমোদিত	ঃ	জুলাই ২০১৪	জুন ২০১৬
	খ) সর্বশেষ অনুমোদিত	ঃ	জুলাই ২০১৪	জুন ২০১৮
	গ) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি	ঃ	জুলাই ২০১৪	জুন, ২০১৯

৬.০। **মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবে বর্ণিত তথ্যাদি সম্পর্কে মতামতঃ** রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'উত্তরা লেক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৭৩২.৯৭ লক্ষ (জিওবি ১১৮৮.০০ লক্ষ+রাজউকের নিজস্ব ২৫৪৪.৯৭ লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২১-০৫-২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম বার মন্ত্রণালয় কর্তৃক জুন ২০১৭ পর্যন্ত এবং ২য় বার পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জুন ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ এবং তৎপ্রেক্ষিতে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ সম্পনূন করা যায়নি। ভূমি অধিগ্রহণে সামগ্রিক প্রক্রিয়া সম্পাদনে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের বাকি কাজ সম্পন্ন করার জন্য ০১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন।

৭.০। **ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিতে মন্ত্রনালয়ের যৌক্তিকতাঃ** "উত্তরা লেক উন্নয়ন" প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আন্তঃবিভাগীয় ছাড়পত্রের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রেরিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণে সামগ্রিক প্রক্রিয়া সম্পাদনে বিলম্বের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে বিধায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রয়োজন।

৮.০। **কাজসমূহ প্রস্তাবিত মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে কি নাঃ** প্রস্তাবিত মেয়াদকালে প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজসমূহ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে।

৯.০ **আইএমইডি'র পরিদর্শনঃ** আলোচ্য প্রকল্পটি গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আছে। মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আইএমইডি হতে গত ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম (বাস্তব অগ্রগতি) সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।

পরিদর্শনকালে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রকৌশলীগণ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঙ্গ পরিদর্শন করা হয়েছে যার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

চিত্রঃ উত্তরা লেকের একাংশ।

৯.১। জমি অধিগ্রহনঃ ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী এ অঙ্গের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৮৮.০০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত (মে-২০১৮) এ খাতের সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালকের পত্র হতে জানা যায়।

৯.২। ওয়াকওয়ে নির্মাণঃ ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী এ অঙ্গের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫.২৯ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত (মে-২০১৮) এ খাতের সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালকের পত্র হতে জানা যায়।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ওয়াকওয়ের পশ্চিম অংশ।

৯.৩। মাটি ভরাটঃ ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী এ অঙ্গের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৭.৬৩ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত (মে-২০১৮) এ খাতের সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালকের পত্র হতে জানা যায়।

চিত্রঃ প্রকল্পের আওতায় লেকের দুই পারে ভরাটকৃত মাটি।

৯.৪। বক্স কালভার্ট নির্মাণ ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী এ অঙ্গের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২.৯৪ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত (মে-২০১৮) এ খাতে কোন ব্যয় হয়নি।

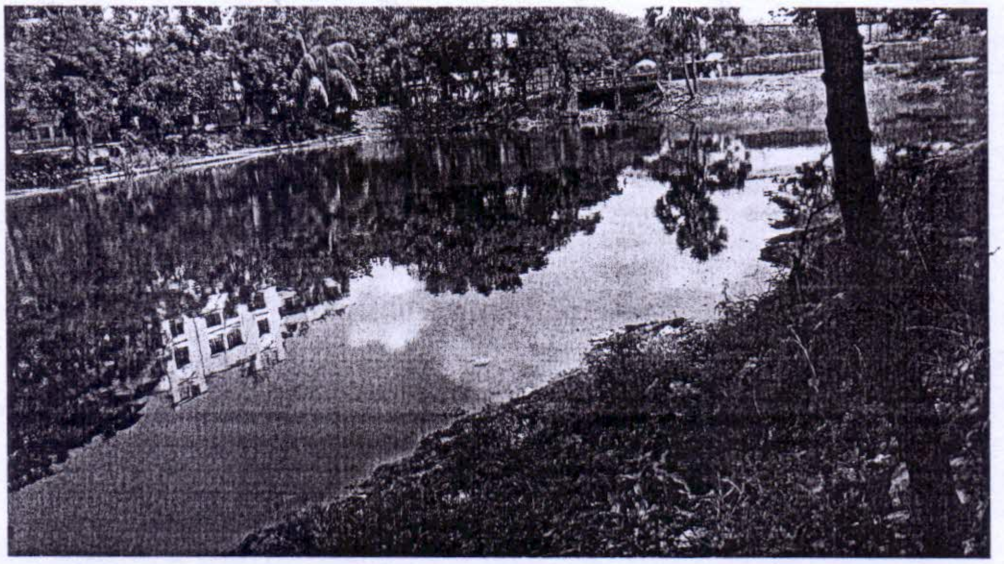

চিত্রঃ লেকের সংযোগ স্থলে নির্মিত বক্স কালভার্ট।

৯.৫। বিদ্যুতায়নঃ ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী এ অঙ্গের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০.০০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত (মে-২০১৮) এ খাতের সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালকের পত্র হতে জানা যায়।

৯.৬। যানবাহনঃ ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী এ অঙ্গের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০.০০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত (মে-২০১৮) এ খাতে কোন ব্যয় হয়নি।

৯.৭। বিদ্যমান কালভার্টঃ ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী এ অঙ্গের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০.০০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত (মে-২০১৮) এ খাতে কোন ব্যয় হয়নি।

৯.৮। আরসিসি পাইপঃ ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী এ অঙ্গের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৫.৩৫ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত (মে-২০১৮) এ খাতের সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালকের পত্র হতে জানা যায়।

৯.৯। বিদ্যমান ওয়াকওয়েঃ ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী এ অঙ্গের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০.০০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত (মে-২০১৮) এ খাতে ব্যয় হয়েছে ২০.০০ লক্ষ টাকা মর্মে প্রকল্প পরিচালকের পত্র হতে জানা যায়।

চিত্র: উত্তরা লেকে ওয়াকওয়ে নির্মাণ।

১০। **পর্যবেক্ষণঃ**

মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের সাথে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ও সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপঃ

১০.১। মন্ত্রণালয় হতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা যাচাই এর জন্য আইএমইডির সেক্টর-৭ এর মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে সেক্টর-৭ এর পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক এর সমন্বয়ে গত ২৫/০৬/২০১৮ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

১০.২। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে ২৪/০৩/২০১৬ তারিখে এবং সভা আহ্বান করা হয়েছে ২৫/০৫/২০১৬ ও ২৫/০৯/২০১৭ তারিখে। কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যাধিক বিলম্ব এবং টেন্ডার প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন কাজ সম্পাদনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদানে বিলম্ব হয়েছে।

১০.৩। প্রকল্পের কাজের গতি মন্থর:

আলোচ্য প্রকল্পটি জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২১/০৫/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রথমবার মন্ত্রণালয় হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়বার পরিকল্পনা কমিশন হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণে সামগ্রিক প্রক্রিয়া সম্পাদনে বিলম্বের কারণে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা যায়নি।

১০.৪। প্রকল্পের আওতায় ভৌত অবকাঠামোর ড্রয়িং, ডিজাইন যথাসময় প্রস্তুত না হওয়া: প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক কর্তৃক লেক, ওয়াকওয়ে, ব্রীজ ও কালভার্ট এর ড্রয়িং ডিজাইন চূড়ান্ত করতে বিলম্ব হয়েছে। ফলে প্রকল্পের কাজের গতি মন্থর হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০.৫। ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিলম্ব: পরিদর্শনকালে জানা যায় প্রকল্পটি অনুমোদনকালে গত ২৩/০১/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের ১.২০ একর জমির মধ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মালিকানাধীন ০.৯৩ একর জমি রাজউক এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক করে ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে বিলম্ব হয়েছে।

১০.৬। পিআইসি ও পিএসসি সভার অনিয়মিত আয়োজনঃ

প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ মাত্র ২ টি পিআইসি ও ১টি পিএসসি সভা আয়োজন করা হয়েছে মর্মে এ সংক্রান্ত পত্রাদি হতে জানা গেছে। অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজন করার কথা থাকলেও আলোচ্য প্রকল্পে তা পালন না করায় প্রকল্পের নিয়মিত তদারকীর সুযোগ ব্যহত হয় অন্যদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভুত সমস্যা সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যথাসময়ে অবহিত রাখা সম্ভব হয়না ফলে বাস্তবায়ন সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে ও বিলম্ব ঘটে।

১১। মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি'র মতামতঃ আলোচ্য প্রকল্পটি জুন,২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। ২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী মোট বরাদ্দ ছিল ২৭৮৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে মে,২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৬১৯.৩৫ লক্ষ টাকা (৫৮.০৮%)। তাই প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে এর মেয়াদ আরও ০১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন,২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয়েছে।

১২। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে এর মেয়াদ ০১ (এক) বছর অর্থাৎ ০১-০৭-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৮ এর পরিবর্তে ০১-০৭-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত বর্ধিত করার বিষয়ে আইএমইডির মতামত নিম্নরূপঃ

১২.১ প্রকল্পের সকল কাজ যথাসময়ে সম্পাদনের নিমিত্ত সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশসহ তা আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;

১২.২ MTBF মন্ত্রণালয় হিসেবে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্তির লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করবে। কারণ বাস্তবায়ন সময় বৃদ্ধি পেলে প্রকল্পের ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়;

১২.৩ ভবিষ্যতে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের সময়ে নির্ধারিত কাজের ড্রয়িং ডিজাইন সম্পন্নপূর্বক ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে;

১২.৪ প্রকল্পের কোন অংগের ব্যয় ও পরিমাণ অনুমোদিত ডিপিপি সংস্থানের অতিরিক্ত করা যাবে না;

১২.৫ প্রকল্পের ডিপিপি অনুসারে নিয়মিতভাবে পিআইসি ও পিএসসি সভা আয়োজনের বিষয়টি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে;

১২.৬ প্রকল্পের মেয়াদ আগামীতে কোন অবস্থাতেই আর বৃদ্ধি করা যাবে না এবং

১২.৭ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণার পর যথাসময়ে (প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইএমইডি'র নিকট দাখিল করবে।

28/06/2018

(মশিউর রহমান)
উপ-পরিচালক